



P.TET Guide with SIBU Sir

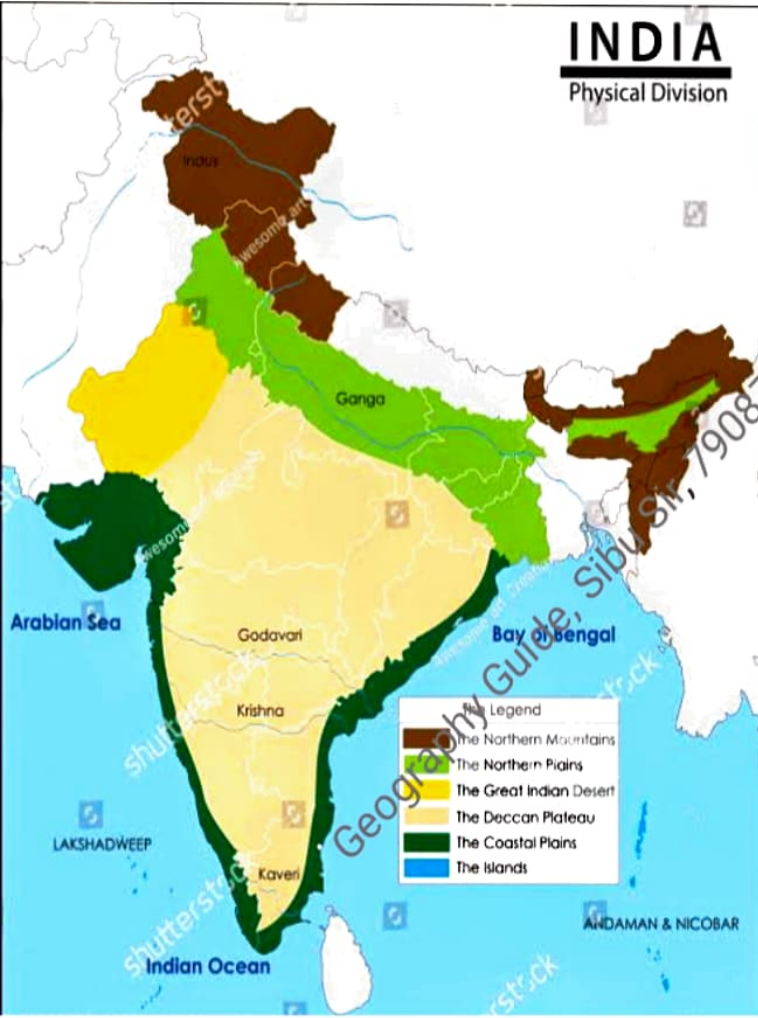
Indian physiographic Division

ভারতের ভূপ্রাকৃতিক বিভাগ সমূহ



INDIA

Physical Division



১. উত্তরের পার্বত্য অঞ্চল

২. উত্তরের সমভূমি অঞ্চল

৩. পশ্চিমের মরু অঞ্চল

৪. উপদ্বীপীয় মালভূমি

৫. উপকূলীয় সমভূমি

৬. দ্বীপ ও দ্বীপপুঞ্জ সমূহ

৬. দ্বীপ ও দ্বীপপুঞ্জ সমূহ

ভারতে ছোট-বড় মিলিয়ে মোট প্রায় 1208 টি দ্বীপ রয়েছে

অনেকগুলো দ্বীপ মিলে দ্বীপপুঞ্জ গঠন করে।

ভারতের প্রধান দুটি দ্বীপপুঞ্জ হলো-

১. আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ (সব থেকে বড়ো)

২. লাক্ষাদ্বীপ দ্বীপপুঞ্জ (সব থেকে ছোটো)

বাকি দ্বীপগুলো বিভিন্ন নদী গঠিত বদ্বীপ অংশে রয়েছে



আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ

★ বঙ্গোপসাগরের দঃ পূঃ

অংশে(কলকাতা থেকে প্রায় ১২৫৫ কিমি)

মোট প্রায় ৫৭২ টি দ্বীপ নিয়ে এই

দ্বীপপুঞ্জ গঠিত।যেগুলির মধ্যে মাত্র ৩৮টি জনবসতিপূর্ণ।

★ আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ মোট প্রধান পাঁচটি দ্বীপ নিয়ে গঠিতঃ

১. উত্তর আন্দামান
২. মধ্য আন্দামান(সবচেয়ে বড়)
৩. দক্ষিণ আন্দামান
৪. লিটল আন্দামান
৫. গ্রেট নিকোবর

★ 10° চ্যানেলের দ্বারা আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জকে একে অপরের থেকে পৃথক করা যায়।



হিমালয় পর্বত মায়ানমার বা বার্মা তে আরাকান ইয়োমা বা রাখাইন নামে পরিচিত, যা উত্তর দক্ষিণে বিস্তৃত। এরই একটি অংশ বঙ্গোপসাগরে সমুদ্রের মধ্যে অর্ধনিমজ্জিত পর্বত শিখর হিসেবে অবস্থান করেছে, যা আন্দামান নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ হিসেবে পরিচিত।



ব্যারেন এবং **নারকোন্ডাম** এই দুটি আগ্নেয় দ্বীপ আন্দামান নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের তথা ভারতের আগ্নেয় দ্বীপ বা আগ্নেয় পর্বত রূপে পরিচিত।

আন্দামান নিকোবরের **ব্যারেন** দ্বীপ হল দক্ষিণ এশিয়ার একমাত্র সক্রিয় সবিরাম আগ্নেয়গিরি।
সর্বশেষ অগ্ন্যুৎপাত।
২০১৭ সালের জুন মাসে এখানে শেষ অগ্ন্যুৎপাত ঘটে।
অন্যদিকে **নারকোন্ডাম** দ্বীপে ৪ জুন ২০০৫ পর্যন্ত "কাদা এবং ধোঁয়া" বের হওয়ার খবর পাওয়া গেছে। এটি একটি সুপ্ত আগ্নেয়গিরি।



উত্তর আন্দামানের স্যাডল পিক (৭৩৭ মিটার)
সমগ্র আন্দামানের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ।

ডানকান প্রণালী সাউদ
আন্দামান ও লিটল আন্দামানের
মধ্যে অবস্থিত

নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের দক্ষিণতম
স্থান ইন্দিরা পয়েন্ট ভারতের
দক্ষিণতম বিন্দু।



আন্দামান নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ ভারতের একটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল।
যার রাজধানী পোর্ট ব্লেয়ার যেটি দক্ষিণ আন্দামানে অবস্থিত।
আন্দামান নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ ভারতের সর্ববৃহৎ এবং সর্বনিম্ন
জনঘনত্ব পূর্ণ রাজ্য।

এই কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলটি কলকাতা হাইকোর্টের অধিকারক্ষেত্রের
অন্তর্গত।

সেন্টিনেলি এবং জারোয়া সহ বেশ কয়েকটি বিচ্ছিন্ন আদিবাসী
জনগোষ্ঠী আন্দামান দ্বীপপুঞ্জে বাস করে।

এখানকার বেশীরভাগ মানুষই বাঙালি এবং বাংলা ভাষায় কথা
বলেন।

আন্দামান-নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের গ্রেট কোকো দ্বীপ এবং লিটল
কোকো দ্বীপ দুটি মায়ানমারের অধিকার রয়েছে।

১৯৪৩ খ্রীঃ ৩০ শে ডিসেম্বর নেতাজি আন্দামান দ্বীপের নাম
দেন শহিদ এবং নিকোবরের নাম দেন স্বরাজ দ্বীপ।

নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর তিরঙ্গা উত্তোলনের ৭৫তম বার্ষিকী
উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আন্দামান ও নিকোবরের
তিনটি দ্বীপের নাম বদলে দিয়েছেন।

রস দ্বীপের নাম নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু, নীল দ্বীপের নাম
শহীদ দ্বীপ এবং হ্যাভলোক দ্বীপের নাম স্বরাজ দ্বীপ হিসাবে
নামকরণ করা হয়েছে।



লাক্ষাদ্বীপপুঞ্জ

লাক্ষা দ্বীপপুঞ্জটি কেরালা উপকূল থেকে ৩২৪ কিমি পশ্চিমে আরবসাগরে অবস্থিত।

লাক্ষাদ্বীপপুঞ্জ মোট ৩৬ টি ছোটো দ্বীপ নিয়ে গঠিত।

লাক্ষাদ্বীপপুঞ্জ প্রধান প্রধান তিনটি দ্বীপ নিয়ে গঠিতঃ

১. লাক্ষা
২. আমনদিভি
৩. মিনিকয় (সবচেয়ে বড়ো)



লাক্ষাদ্বীপ পুঞ্জের প্রতিটি দ্বীপই হল প্রবাল দ্বীপ।

লাক্ষাদ্বীপ ভারতের ক্ষুদ্রতম কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল (৩২ বর্গ কিমি) যার রাজধানী কাভারাতি।

লাক্ষাদ্বীপ ভারতের সর্ব নিম্নতম জনবহুল দেশ।

মালায়ালাম এবং সংস্কৃতে লক্ষদ্বীপ নামের অর্থ হল 'এক লক্ষ দ্বীপ' (A hundred thousand island)।

অন্যান্য কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ দ্বীপ সমূহ

গাঙ্গেয় ব্রহ্মপুত্র বদ্বীপের (বিশ্বের বৃহত্তম) অংশ বিশেষ হিসেবে হুগলী নদীর মোহনায় বঙ্গোপসাগরে অবস্থিত কয়েকটি উল্লেখযোগ্য দ্বীপ হল-

সাগরদ্বীপ- কপিল মূনির আশ্রম, গঙ্গা সাগর মেলা

নিউমুর- নব গঠিত দ্বীপ

পূর্বাশা- নবগঠিত দ্বীপ

লোহাচাড়া- জলের তলায় সম্পূর্ণ নিমজ্জিত হয়েছে

(সমুদ্র জলের উচ্চতা বৃদ্ধি সহ ঘূর্ণিঝড়ের কারণে 1980 সালে এটি সম্পূর্ণভাবে নিমজ্জিত হয় পরে আবার 2009 সালে উখিত হয়। এখন বছরের অধিকাংশ সময়ই নিমজ্জিত থাকে)

ঘোড়ামারা- দ্বীপটির বেশিরভাগ অংশই জলের তলায় নিমজ্জিত থাকে।

উড়িষ্যার ব্রাহ্মণী নদী মোহনায় বঙ্গোপসাগরে অবস্থিত **হুইলার** দ্বীপটির নাম পরিবর্তন করে **আব্দুল কালাম দ্বীপ** রাখা হয়েছে। এখান থেকেই ভারতের সমস্ত ক্ষেপণাস্ত্র পরীক্ষা করা হয়।

এই দ্বীপেই আব্দুল কালামের পরিচালনায় ভারতের প্রথম ক্ষেপণাস্ত্র অগ্নি উৎক্ষেপণ করা হয়।

এরপর এই দ্বীপ থেকে আকাশ, ব্রহ্মস, পৃথী প্রভৃতি উৎক্ষেপণ করা হয়।



অন্ধ্রপ্রদেশে বঙ্গোপসাগর উপকূলে একটি বালিয়াড়ি দ্বীপ হল **শ্রীহরিকোটা**।

এখানেই সতীশ ধাওয়ান স্পেস রিসার্চ সেন্টার অবস্থিত।

ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থা ইসরো(ISRO)

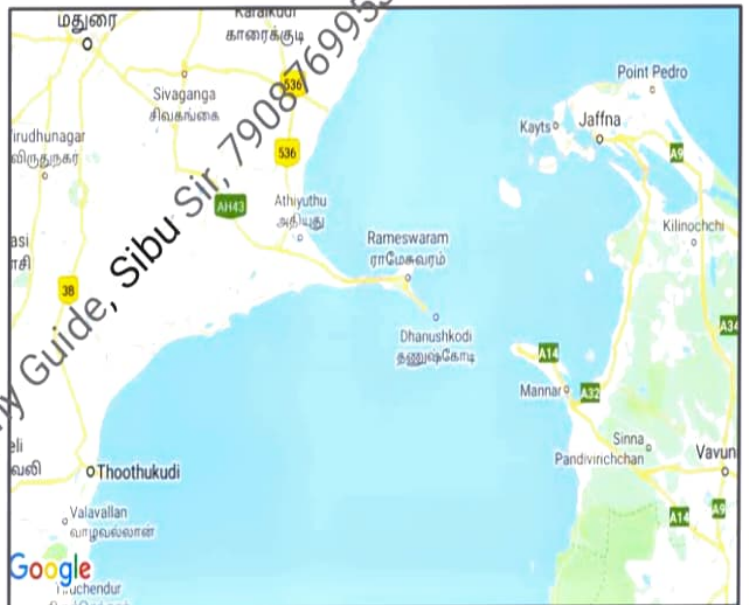
এখান থেকেই কৃত্রিম উপগ্রহগুলি উৎক্ষেপণ করে।

শ্রীহরিকোটা উৎক্ষেপণ কেন্দ্রটি অসম্ভব অনুযায়ী বিশ্বের দ্বিতীয় সেরা মহাকাশবন্দর

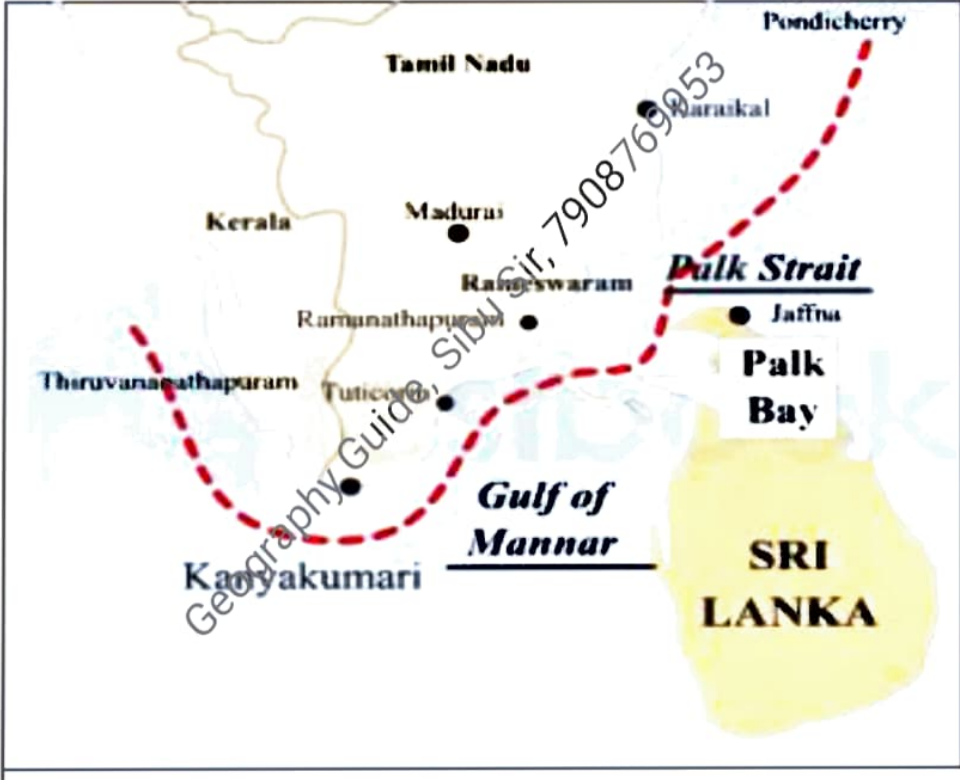


পম্বন দ্বীপ বা রামেশ্বরম দ্বীপ তামিলনাড়ু উপকূলে অবস্থিত, যেখানে রামেশ্বরম মন্দিরও অবস্থিত। এটি উপদ্বীপীয় ভারত এবং শ্রীলঙ্কার মাঝে অবস্থিত

পম্বন দ্বীপের সবথেকে দক্ষিণ দিকের ভাগকে ধনুস্কোটি বলে। এখান থেকে রাম সেতু শুরু হয়েছে।



পক প্রণালী এবং মান্নার উপসাগর



গুজরাটের নর্মদা নদীর মোহনায় খাম্বাত উপসাগরে **আলিয়াবেট** নামে একটি দ্বীপ অবস্থিত।



পূর্ব মুম্বাইয়ের আরব সাগর উপকূলে অবস্থিত বেশ কয়েকটি
দ্বীপের মধ্যে একটি হল **এলিফ্যান্টা দ্বীপ**।
(এছাড়াও বলা হয় **ঘরাপুরি** / আক্ষরিক অর্থে "গুহার শহর")
বা **পোরি দ্বীপ**

এলিফ্যান্টা গুহা ইউনেস্কোর
ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট
হিসেবে স্বীকৃতি
পেয়েছে। এবং মূলত হিন্দু
দেবদেবীর উদ্দেশ্যে
উৎসর্গীকৃত। গুহা
মন্দিরগুলির একটি সংগ্রহ
শিব:



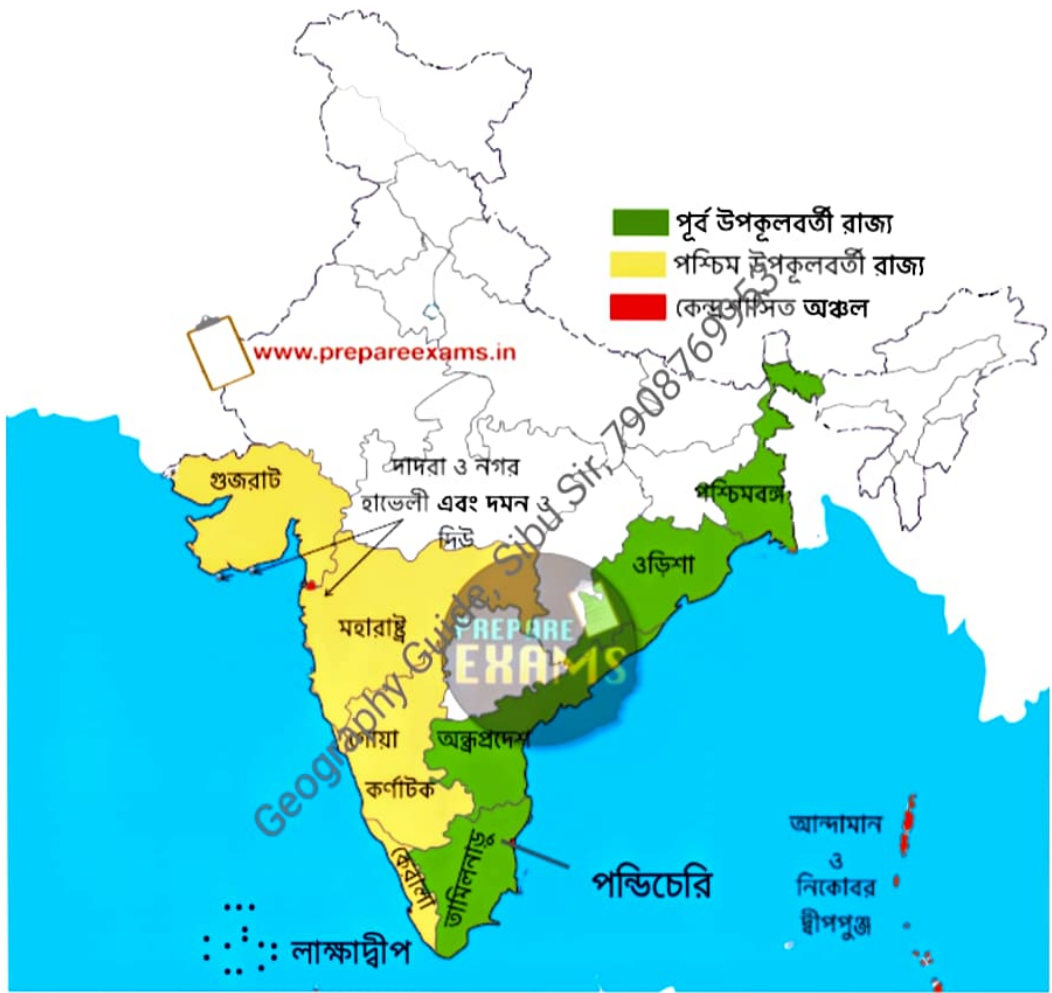
৫. উপকূলীয় সমভূমি

মোট দৈর্ঘ্য -

প্রায় **7517 km**

এর মধ্যে মূল ভূখন্ডের
উপকূল রেখার দৈর্ঘ্য
5423 km এবং সমস্ত
দ্বীপদী পণ্যসমূহের
মোট উপকূল রেখার
দৈর্ঘ্য **2094 km**





भारतेर उपकूल समडूमि 9 टि राज्या ३वंग 4 टि केन्द्रशासित अङ्गले विसुत ।

विसुति -

उतुरे गुजराटेर कच्छेर रन थेके दक्षिने कन्याकुमारिका ३वंग दक्षिणे तमिलनाडुर कन्याकुमारिका थेके पश्चिमवङ्ग-उडिष्या सीमांतुर सुवर्णरेखा नदीर मोहना पृथुत ।

उपकूलवर्ती राज्या	उपकूलवर्ती केन्द्रशासित अङ्गल
1. गुजराट	1. दादरा ३ नगर हाडेली ३वंग दमन (शुधुमात्र दमन ३ दिडु)
2. महाराष्ट्र	2. लक्ष्माद्वीप
3. गोवा	3. पण्डिचेरी
4. कर्णाटक	4. आन्दामान ३ निकोबर द्वीपपुञ्ज
5. केराला	
6. तमिलनाडु	
7. अङ्गप्रदेश	
8. ओडिशा	
9. पश्चिमवङ्ग	

ভূ-প্রাকৃতিক তারতম্য অনুসারে উপকূলীয় সমভূমিকে দুই ভাগে ভাগ করাঃ-

১. পশ্চিম উপকূল সমভূমি
২. পূর্ব উপকূল সমভূমি

রাজ্যের মধ্যে **গুজরাটে**
এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল
গুলির মধ্যে **আন্দামান ও
নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ**
সবথেকে দীর্ঘতম উপকূল
সমভূমি দেখা যায়



পশ্চিম উপকূলের সমভূমি

উত্তরে গুজরাটের কচ্ছের রন থেকে আরব সাগর বরাবর দক্ষিণে তামিলনাড়ুর কন্যাকুমারিকা পর্যন্ত এই উপকূল সমভূমি বিস্তৃত।

পশ্চিম উপকূলীয় সমভূমি একটি অবনত সমভূমির উদাহরণ। এটি পূর্ব উপকূলের তুলনায় সংকীর্ণ।

দৈর্ঘ্য - প্রায় 2875 km

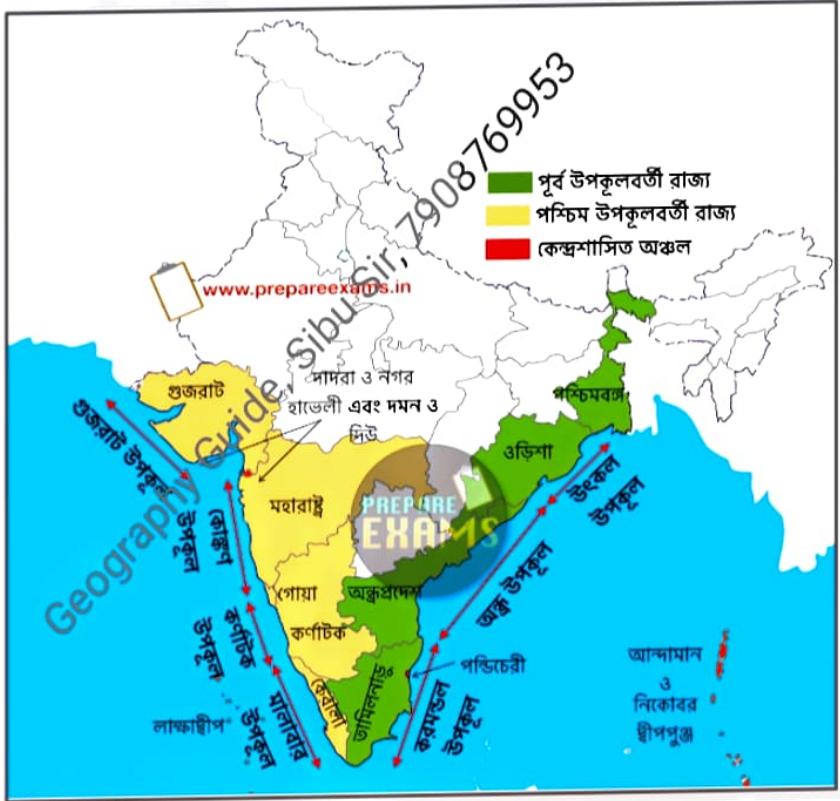
পূর্ব উপকূলের তুলনায়
অধিক ভঙ্গুর বলে এখানে
পতাশ্রয়ের সংখ্যা বেশি

এই উপকূল দিয়ে আরবসাগরে
পতিত নদী গুলিতে কোন বদ্বীপ
দেখা যায় না



বিভাগঃ-

১. কচ্ছের রান
২. কচ্ছ উপদ্বীপ
৩. কাথিয়াবাড় উপদ্বীপ
৪. গুজরাট সমভূমি
৫. কচ্ছন উপকূল
৬. কর্ণাটক উপকূল
৭. মালাবার উপকূল



১. 'রান' শব্দের অর্থ **কর্দমাক্ত ও লবণাক্ত নিম্নভূমি** যেখানে লুনি নদী পতিত হয়েছে।

২. 'কচ্ছ' শব্দের অর্থ হলো **জলময় দেশ**

৩. নর্মদা, তাপ্তি, সবারমতি, মাহি প্রভৃতি নদীগুলো পলি সংসার মাধ্যমে এই গুজরাটের সমভূমি সৃষ্টি করেছে এবং খাম্বাত উপসাগরে পতিত হয়েছে।

৪. কাথিয়াবার উপদ্বীপে গির, গিরনার ও সিন্ধু পাহাড় অবস্থিত।

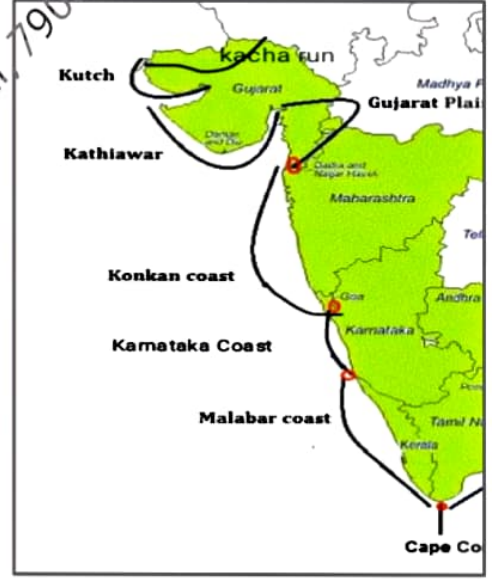
গিরনার পাহাড়ের গোরখনাথ শৃঙ্গ (1117 মি) গুজরাটের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ। এটি আগ্নেয় শিলায় গঠিত।

ভারতে কেবলমাত্র গির অরণ্যেই সিংহ (Asiatic Lion) পাওয়া যায়।



৫. গুজরাট সমভূমির দক্ষিণে দমন থেকে গোয়া পর্যন্ত বিস্তৃত উপকূল টি হল **কচ্ছন উপকূল**। এটি ভারতের সর্বাধিক ভগ্ন উপকূল এবং এখানেই মুম্বাই বন্দর এবং জহরলাল নেহেরু বন্দর রয়েছে।

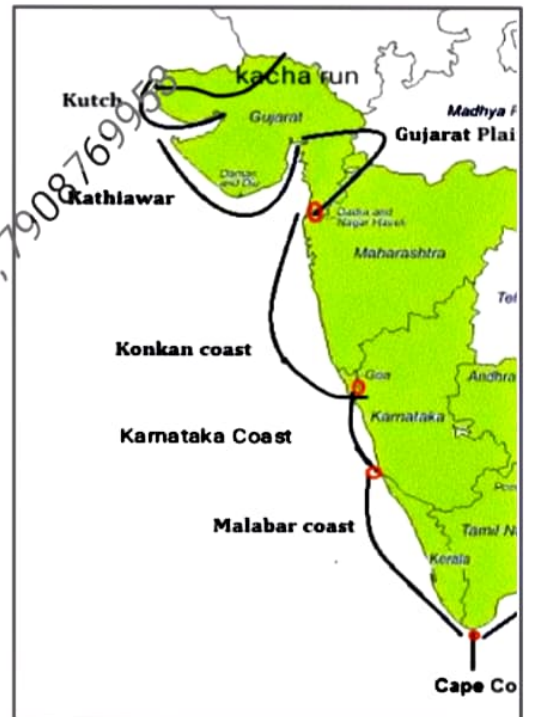
৬. গোয়া থেকে কর্ণাটক রাজ্যের ম্যাঙ্গালোর পর্যন্ত বিস্তৃত কর্ণাটকের উপকূলীয় অংশটি কর্ণাটক উপকূল সমভূমি নামে পরিচিত।



৭. ম্যাঙ্গালোর থেকে দক্ষিণে কন্যাকুমারীকা পর্যন্ত কেরালার উপকূলীয় অংশকে মালাবার উপকূল নামে পরিচিত।

এখানকার সমুদ্র উপকূল সংলগ্ন ছোট ছোট বালিয়াড়ি গুলি স্থানীয় ভাষায় **থেরিস** নামে পরিচিত।

মালাবার উপকূলের জলাভূমিগুলি **ব্যাক ওয়াটারস** নামে পরিচিত।



এই উপকূলে অসংখ্য ছোট ছোট উপহ্রদ বা লেগুন দেখতে পাওয়া যায়।
 কেরালায় এইডব উপহ্রদ গুলিকে **কয়াল** বলে। যেমন -
ভেম্বনাদ কয়াল, অষ্টমুদি কয়াল প্রভৃতি।

এদের মধ্যে ভেম্বনাদ কয়াল টি ভারতের দীর্ঘতম উপহ্রদ বা কয়াল(প্রায় ৮০ কিমি)



পূর্ব উপকূলের সমভূমি

বিস্তৃতি -

দক্ষিণে তামিলনাড়ুর কন্যা কুমারিকা থেকে বঙ্গোপসাগর বরাবর দক্ষিণে পশ্চিমবঙ্গ ও ওড়িশা সীমান্তের সুবর্ণরেখা নদীর মোহনা ছাড়িয়ে পশ্চিমবঙ্গের কিছুটা এলাকা পর্যন্ত এই উপকূল সমভূমি বিস্তৃত।

দৈর্ঘ্য - প্রায় 2548 km

- এটি একটি উন্নত সমভূমি (uplifted/emergent plain)।
- পশ্চিম উপকূলের সমভূমির তুলনায় অনেক বেশি প্রশস্ত।
- এখানকার নদীর মোহনায় শ্ব-দ্বীপ দেখা যায়।
- উপকূল ভগ্ন না হওয়ায় স্বাভাবিক বন্দরের সংখ্যা কম।



বিভাগঃ-

১. করমন্ডল উপকূল
২. উত্তর সরকার উপকূল
 - i. অন্ধ্র উপকূল
 - ii. ওড়িশা উপকূল
 - iii. পশ্চিমবঙ্গ উপকূল



করমন্ডল উপকূল

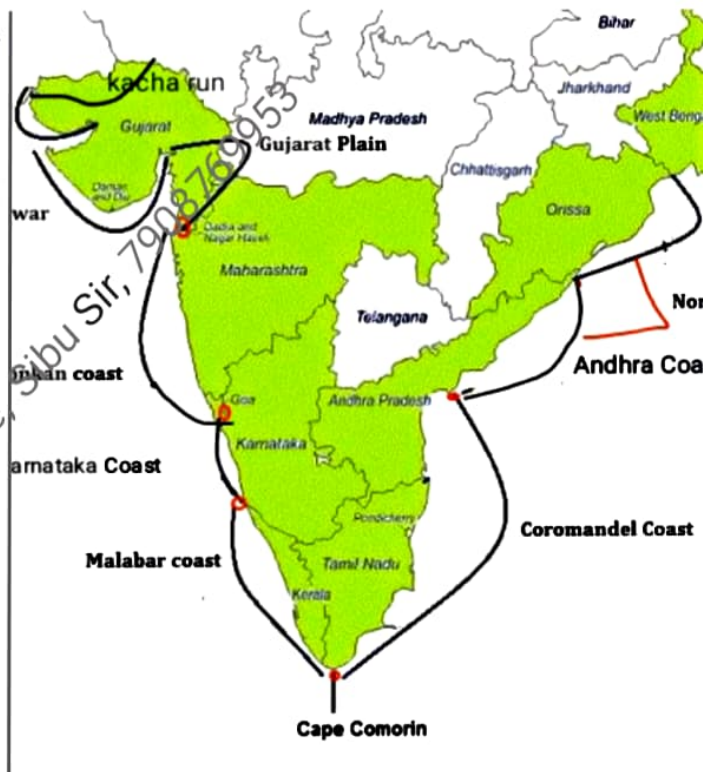
মূলতঃ তামিলনাড়ুর উপকূল করমন্ডল উপকূল নামে পরিচিত।

কন্যাকুমারী থেকে উত্তরে পুলিকট হ্রদ পর্যন্ত বিস্তৃত।

পুলিকট হ্রদ ভারতের দ্বিতীয় বৃহত্তম উপহ্রদ বলে গণ্য।

বছরে দুবার বৃষ্টিপাতের জন্য তামিলনাড়ুর থাঞ্জাভুর জেলায় (কাবেরী ব-দ্বীপ) প্রচুর ফসল উৎপন্ন হয়। তাই থাঞ্জাভুর জেলাকে 'দক্ষিণ ভারতের শস্যভান্ডার' (Granary of South India) বলা হয়।

মাল্লার উপসাগর এবং পক প্রণালী তামিলনাড়ু থেকে শ্রীলঙ্কাকে বিচ্ছিন্ন করেছে।

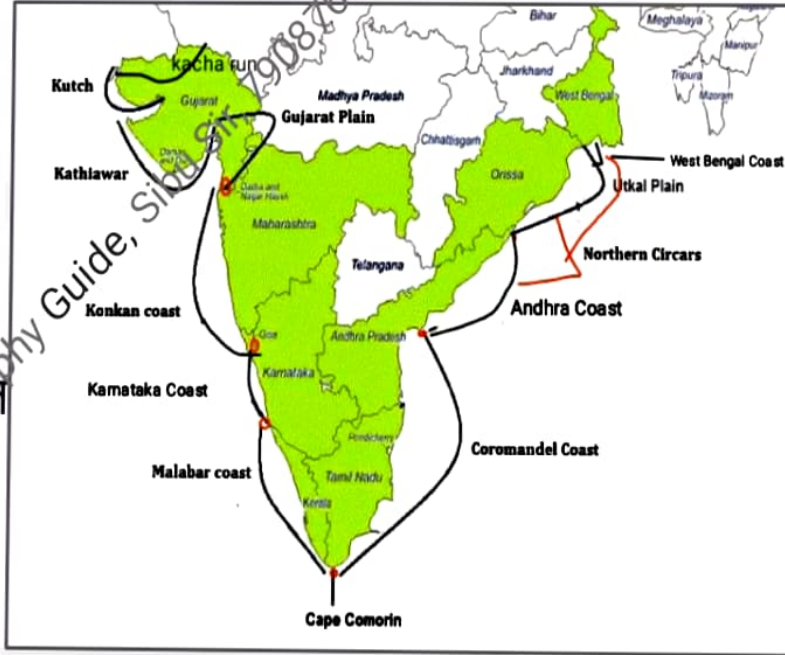


উত্তর সরকার উপকূল

তামিলনাড়ুর পুলিকট হ্রদ থেকে ওড়িশা সীমান্তের সুবর্ণরেখা নদীর মোহনা ছাড়িয়ে পশ্চিমবঙ্গের কিছুটা এলাকা পর্যন্ত এই উপকূল সমভূমি বিস্তৃত।

এটি তিন ভাগে বিভক্ত

- অন্ধ্র উপকূল
- ওড়িশা উপকূল
- পশ্চিমবঙ্গ উপকূল



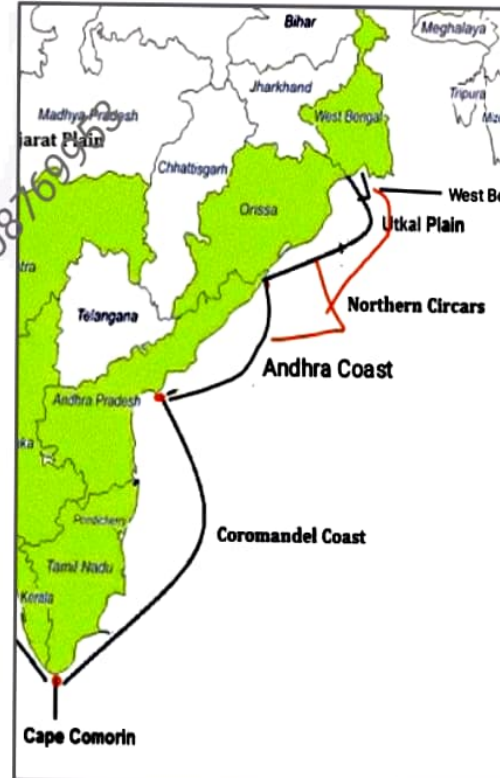
i. অন্ধ্র উপকূল

- পুলিকট হ্রদ থেকে ওড়িশা উপকূল পর্যন্ত বিস্তৃত।
- গোদাবরী ও কৃষ্ণা নদী একত্রে একটি ব-দ্বীপ গঠন করেছে।

এই দ্বীপে কৃষ্ণা ও গোদাবরী নদীর মাঝে কোলেরু হ্রদ অবস্থিত (Kolleru Lake)।

- কৃষ্ণা-গোদাবরী বেসিনে (KG Basin) খনিজ তেলের বিশাল আন্ডার আছে।

বিশাখাপত্তনম, মছলিপত্তনম হল এই উপকূলের প্রধান বন্দর।



ii. ওড়িশা উপকূল

• ওড়িশা উপকূলকে উৎকল উপকূল বলে।

• মহানদী, বৈতরণী এবং ব্রাহ্মণী নদী এই উপকূলে ব-দ্বীপ গঠন করেছে।

• ভারতের বৃহত্তম উপহ্রদ চিল্কা এই উপকূলেই অবস্থিত। চিল্কা ভারতের বৃহত্তম হ্রদ।

• কৃষ্ণা নদীর ব-

দ্বীপ থেকে সুবর্ণরেখার মোহনা পর্যন্ত উপকূলভাগকে উত্তর সরকার উপকূল (Northern Circars Coast) উপকূল বলে।



iii. পশ্চিমবঙ্গ উপকূল

পশ্চিমবঙ্গের উপকূলীয় সমভূমি পূর্ব মেদিনীপুর এবং দক্ষিণ 24 পরগণা জেলায় অবস্থিত এবং এর 158 কিলোমিটার দীর্ঘ উপকূলরেখা রয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গের সুন্দরবন বদ্বীপ বিশ্বের বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ বন।

দীঘা, শংকরপুর, মান্দারমনি প্রভৃতি এখানকার উল্লেখযোগ্য পর্যটন কেন্দ্র।

পশ্চিমবঙ্গের বৃহত্তম সামুদ্রিক বন্দর হলো তাজপুর বন্দর

